জ্ঞানোপদেশ

অর্থাৎ

বঙ্গালাভাষা শিক্ষোপদেশ।

DISCOURSE ON THE BENGALEE LANGUAGE,

FOR THE USE OF YOUNG NATIVES

By Isser Chunder Chatterjee
at Puttuldangah

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA NEW PRESS.
HAMPATOLLAH MIRZAPORE TANK LANE NO 4
1853.

জ্ঞানোপদেশ।

হে বঙ্গ ভূমিস্থ সমস্ত সাধু মহাশয়রা যদ্যপি বিদ্বজ্জনগণ
াজ রাজ রাজিতে গণনীয় হইতে বা বিশিষ্ট শিষ্ট সমূহ
াগীতে গরিষ্ঠ হইয়া নিবিষ্ট হইতে চেষ্টিত হও তবে অস্মৎ
া ন সাধু সনাতন সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নাধ্যাপনালোচন
বহরণাদি তৎপর হইয়া পরাৎপর পরমোৎকৃষ্ট পরানিষ্ট
িরাকরণ যোগ্য স্বপর ভোগ্য পরাপহরণাযোগ্য পরমার্থপদ-
াপনৈকসাধন বিদ্যাধনোপার্জ্জন করিয়া এতদ্ভুবন মণ্ডলা-
াশ মণ্ডলে বিমল শারদ সুধাকর কর নিকর সহোদর যশো-
াশি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া অগণ্য ধন্য বাদাস্পদ হও
যেহেতুক আমি ঊর্দ্ধ নিক্ষিপ্ত বাহু হইয়া মুক্তমুখে কহিতেছি
য সংস্কৃত শাস্ত্রসদৃশ উপাদেয় শাস্ত্র কুত্রাপি নাই যদিচ
ইদানে দুই এক শাস্ত্র উত্তমরূপে দৃষ্ট হইতেছে তথাপি তা-
রা সংস্কৃত শাস্ত্রের ষোড়শী কলার একৈক কলার সম ও হইবে
এবঞ্চ তত্তচ্ছাস্ত্রপ্রতিপাদিত বৃত্তান্তাদি নিরীক্ষণে বিলক্ষণ
প্র হইতেছে যে সে সমস্তই অর্ব্বাচীন আধুনিক প্রণীত
তরাং অনাদি সিদ্ধ চিরপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত শাস্ত্রকেই তত্তচ্ছা-
স্ত্র মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবেক অপিচ অঙ্গ বঙ্গ
লিঙ্গ তৈলঙ্গ সৌরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র গৌড়োৎকলাদি প্রদেশ
চলিত ভাষা সকলে কেহ বা অবিকৃত সংস্কৃত কেহ বা
কিঞ্চিদ্বিকৃত কেহ বা বিকৃত এবম্প্রকারে দৃষ্ট হইতেছে অতএব

[illegible]র মূলীভূত সংস্কৃত ভাষাবদ্ধে শাখাপল্লবাদি [illegible] করা কেবল সাগর সন্নিধানে কূপাদি খনন করার ন্যায় হাস্যাস্পদ। বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়দিগের সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস বিনা মূর্খত্ব নিরাশ ও বিজ্ঞত্ব প্রকাশ অন্য কোন রূপেই সম্ভবে না। কারণ সাধু বঙ্গভাষা সকল প্রায় অর্দ্ধেক সংস্কৃত সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ না হইলে বঙ্গভাষা লিখিতে না পারেন না রচনে না কথনে যোগ্য হইবে।

এবম্প্রকার সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত শুদ্ধাশুদ্ধ লিখন বোধ বিরহে শব্দ সকলের বর্ণ বিপর্য্যয় হইলে লিখিতার্থের বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। এবং হ্রস্ব দীর্ঘাদির বিনিময়ে প্রকৃতার্থের অর্থান্তরাপত্তি হয়। যথা দিন শব্দের লিখন দোষে দন্ত্যনান্ত হইলে যেমনরূপ অর্থান্তর হয় এবং দিন শব্দের তালব্যশকারা-ন্ত করিয়া লিখিলে দিশা রূপ অর্থ হয় এবং দীন শব্দকে হ্রস্ব ইকার দিয়া লিখিলে দিবসরূপ অর্থ হয় এইরূপ নানা শব্দের লিখনদোষে নানারূপ অর্থান্তর হওয়াতে স্বকীয় মূর্খতা প্রকাশ হইবে অতএব গুণরাশি থাকিলেও তৃণরাশিতে দহন কণার ন্যায় মূর্খতা দোষদ্বারা তাবৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায় অতএব অবশ্যই সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস করা কর্ত্তব্য, যেহেতু এতদ্দেশীয় পূর্ব্বাপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও পুরাতন ইতিহাস ও পূর্ব্ব ব্যবহার রীতি ও হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ ও নানাবিধ শিল্প কর্ম্ম প্রভৃতির জ্ঞান ও সংস্কৃত মূলক তাহার জ্ঞানাভাবে পূর্ব্ব লিখিত বিষয়ের বোধ হয় না এবং লোকদিগের পরস্পর কথোপকথন সময়ে বক্তৃতা ও বাক্‌পটুতাদি সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞান থাকিলে উত্তমরূপে হয় তাহার জ্ঞানাভাবে কোন সভায় বা অন্য কোন স্থানে কথোপকথনে মূকের ন্যায় মৌন হইয়া

থাকিতে হয় আর সর্ব্বদা সকল লোকব্যবহৃত সাধু সহজ সাধু ভাষার্থেরও বোধ হয় না সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞান ব্যতিরেকে লোকদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ ও পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয় না তাহারা অজ্ঞানে মনুষ্য মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া নানা বিধ অকীর্ত্তি সাগরে মগ্ন হইয়া আপন ২ অনাদি পৈতৃক ধর্ম্মকর্ম্মাদির লোপ করে আপনি পরলোক হইতে দূরীকৃত হয় ইহলোকেও মূর্খতাবশতঃ যশস্বী হইতে পাবে না ইত্যাদি বহুবিধ অগণিত দোষ সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞানাভাবে ঘটে। অতএব ধর্ম্ম মার্গাবলম্বি বিশিষ্ট শিষ্ট সাধু মানব মহাশয় সমূহের সর্ব্বদাই সংস্কৃত ভাষাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে স্ব ২ পিতৃপিতামহাদি প্রতিপালিত ধর্ম্ম কর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া তদ্বিষয়ে বিরক্ত না হইয়া অনুরক্ত হএন এবং দেশীয় ধর্ম্ম রক্ষা ও সদাচার ও দেশের সদ্ব্যবহার প্রচার হইয়া অনাচার পথহইতে লোক সকল মুক্ত হইতে পারে। ইত্যাদি অনেক প্রকার উপকার সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞান থাকিলে হয় অতএব তাহার শিক্ষাতেই সাধুলোকের চেষ্টা করা উচিত হয়, এবং এই প্রকার সাধুমহাশয়রা চেষ্টা করিলে স্বজাতীয় বিদ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আপন স্বজাতীয় বিদ্যা প্রথমে ত্যাগ করাইয়া আপন২ সন্তানদিগকে অন্য শাস্ত্রেতে প্রবৃত্ত শিক্ষা প্রদান করান এইরূপেতে স্বজাতীয় বিদ্যা লোপাপত্তি হয় এবং ইংরাজ মহাশয়রা আপন২ বিদ্যা কি রূপে বৃদ্ধি হয় তাহা সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। এবং এদেশীয় মহাশয়রা তাহা দৃষ্ট করিয়া স্বজাতীয় বিদ্যার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করেন না আমাদের এই অভিপ্রায় যে স্বজাতীয় বিদ্যা উন্নতি হয় এইরূপে মহাশয়দের নিকট প্রার্থনা করি-

তেছি ।অপরঞ্চ যেমন বৃক্ষাদির মূলারোহণ ব্যতিরেকে অগ্রা-রোহণ দুর্ঘট তাহার ন্যায় মূলীভূত সংস্কৃত ভাষানুশীলন ব্যতিরেকে তদ্বিকৃত বঙ্গাদি ভাষাতে কদাপিও বিচক্ষণ হওয়া দুর্ঘট অতএব সংস্কৃত শাস্ত্রাভ্যাস করা কর্ত্তব্য হয় ।

হে বঙ্গ দেশীয় মহাশয়রা আপনারা কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিলে কি রূপ বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা আমরা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হই এদেশীয় পণ্ডিত মহাশয়রা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে অনায়াসে লোকদিগের অনেক উপকার হইতে পারে। ! হা ! হা কিমাশ্চর্য্য এইরূপ দৃষ্ট করিয়া মহাশয়রা মনেতে কিঞ্চিৎ দুঃখ করেন না কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে কিঞ্চিৎ ইংলণ্ডীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কিছু কাল পরে গ্রন্থকর্ত্তা হন কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন তাহা অধিক কাল পরিশ্রম না করিলে সংস্কৃত জ্ঞান হয় না, অতএব আপনক দিগের বঙ্গভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়। অপরঞ্চ স্বকীয় ভাষাতে যাদৃশ মর্ম্মজ্ঞ হওয়া যায় তাদৃশ অন্য ভাষাতে তৎপর হওয়া দুষ্কর ও অত্যন্ত কঠিন হয় ইহা মহাশয়দের কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া লক্ষ্য করিলে প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হইতে পারে অতএব হে বঙ্গদেশীয় ধনাঢ্য মহাশয়রা স্বকীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ভাষা-লোচনাযুক্তি যুক্ত নহে যেমন বর্ষাকালেতে শস্যাদির বৃদ্ধি হয় এবং শরত কালেতে পদ্মের প্রকাশ হয় এবং জলের মালিন্য ধ্বংশ হয় তাদৃশ অন্য কোন কালে হইতে পারে না সেই প্রকার জানিবেন। যেমন কর্ণের শ্রবণ গুণ প্রসিদ্ধ আছে এবং মুখের গুণ আহার প্রচার আছে নতুবা কর্ণের আহার শক্তি নাই সেই প্রকার যাহার যে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য তাহার সেই কর্ম্ম করা উচিত হয় ইহা পরমেশ্বরও নির্দ্ধারিত করিয়া-

ছেন যদ্যপি কহেন যে পরমেশ্বর এক বিদ্যা শিক্ষা করিতে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন সে নয় যেহেতুক এই আমি কহিতেছি এক বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী হইলে অন্যান্য বিদ্যা অনায়াসে শিক্ষিত হইতে পারে নতুবা সকল বিদ্যা কিঞ্চিৎ২ জ্ঞাত হইলে কোন কর্ম্মই নিষ্পন্ন করিতে পারগ হয় না। যেহেতুক বিদ্যা সমুদ্র স্বরূপ এবং মনুষ্যের পরমায়ু এইক্ষণে অত্যল্প এই প্রযুক্ত কোন বিদ্যা পূর্ণরূপে শিক্ষা করিতে পারগ হয় না। এই প্রযুক্ত এইক্ষণে আমাদিগের বঙ্গদেশীয় মহাশয়রা সকল বিদ্যা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া অত্যন্ত বিদ্বান্ হন সেই বিদ্বান মহাশয়দের পল্লবগ্রাহি নাম কহা যায় তাহাতে কোন উপকার অর্হিতে পারে না যেমন খিচুড়ি অর্থাৎ অম্বল চাকার ন্যায় হন সেই বিদ্যা কোন রূপে যশস্বিনী হইয়া লোক সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না এজন্য আমি কহিতেছি এক বিদ্যা উত্তম রূপে সুশিক্ষিত হইয়া অন্যান্য বিদ্যাতে অনায়াসে পারগ হইয়া দিগ্‌দিগন্তর জয়ী হইয়া সকলকে বশীভূত করিতে পারেন এবং আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়রা কোন বিষয়ে উৎসাহ নাই যে কোন নূতন গ্রন্থ ও বঙ্গ ভাষা উত্তম শিক্ষা করাইবার জন্যে কোন চেষ্টা করেন না কি আশ্চর্য্য কিন্তু ঐ পণ্ডিত মহাশয়রা কোন স্থানে শ্রাদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং গমন করিয়া বিদায় আনয়ন করিতে যান তাহাতে অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া মনেতে আহ্লাদিত হন। এবং ঐ সকল বিষয়েতে সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ পণ্ডিত মহাশয়রা মনেতে অত্যন্ত সুখী হইয়া আপন২ সময় চিরকালের জন্য নষ্ট করেন।

ইদানীং ইংরাজ রাজা মহাশয়রা ইংলণ্ডীয় বিদ্যা শিক্ষা

করাইবার জন্য নানা স্থানে বিদ্যা মন্দির করিয়া সকল জাতীয়কে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহারা নুতন২ পুস্তক সকল প্রস্তুত করিয়া সকল বিদ্যা মন্দিরে প্রেরণ করিতেছেন ও যে কোন ব্যক্তি উত্তম পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন সেই সকল পুস্তক আপনারা ক্রয় করিয়া পাঠশালার বালকের নিমিত্তে পাঠশালার পুস্তকালয়ে রাখিতেছেন ও তাহাতে কিপর্য্যন্ত দেশের উপকার হইতেছে ও তাহা সকলে বিদিত আছেন আর সকল ব্যক্তি অনায়াসে সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া উত্তমরূপে বিদ্যা সুশিক্ষিত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া আপন২ পিতৃ পিতামহ যাহা না করিয়াছেন তাহা এইক্ষণে ঐ সকল ব্যক্তি ধনাঢ্য ও বিদ্বান ও যশস্বী হইয়া এই পৃথিবী মণ্ডলে গণনীয় হইয়া আপন২ নাম প্রকাশ করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং বিদ্যাবৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহা সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের সংস্কৃত বিদ্যার অনাদর হওয়াতে ঐ সংস্কৃত বিদ্যা প্রায় লোপাপত্তি হইয়াছে ও সংস্কৃত বিদ্যাতে অর্থোপার্জ্জন হয় না এজন্য সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব নাই এবং পণ্ডিত মহাশয়রা সংস্কৃত বিদ্যার কোন নুতন পুস্তক ও সংস্কৃত ভাষানুশীলন করিবার নিমিত্তে, চেষ্টা করিতে কখন তাহারা বাসনা করেন না কিন্তু পূর্ব্বে ঐ সংস্কৃত বিদ্যার নুতন২ গ্রন্থ প্রস্তুত হইত এইক্ষণে কোন পণ্ডিত মহাশয় কর্ত্তৃক এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সংস্কৃত বিদ্যা যেমন উত্তম ও সংস্কৃত কথা ও গদ্য পদ্য রচনা এই সকল বিষয় যে ব্যক্তি উত্তম জ্ঞাত আছেন, তাহারা আমাদিগের বঙ্গভাষা শিক্ষা প্রদান

করিলে বঙ্গদেশীয় লোকদিগের বঙ্গ ভাষা শিক্ষাতে এদেশীয় ভাষা লোক সকলে অনায়াসে উত্তম রূপে শিক্ষা করিতে পারগ হইয়া নানা দেশে ঐ ভাষা সকলে অনায়াসে শিক্ষিত হইয়া দেশীয় ভাষার অত্যন্ত গৌরব হইয়া সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদরণীয় হইত। যেমন নারিকেল ফল অর্থাৎ ছোবড়াতে বেষ্টিত ঐ ছোবড়া খণ্ড২ করিয়া ফেলিলে তাহার ভিতর যেমন উত্তম রস প্রাপ্ত হইতে পারে সেই রসাস্বাদনে লোক সকল তৃপ্ত হইয়া যথেষ্ট আমোদিত হইয়া থাকেন সেই রূপ সংস্কৃত বিদ্যাতে২ কোন ব্যক্তি উত্তম জ্ঞাত আছেন তাহারা ঐ বিদ্যা শিক্ষোপদেশ করিলে সকল ব্যক্তিকে সুখি করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিতে পারগ হইয়া দেশের মঙ্গল চেষ্টা করিতে বাঞ্ছা করেন তাহা হইলে আমাদিগের ঐ বঙ্গভাষানুশীলন উত্তম রূপে শিক্ষা হইতে পারে ঐ বিদ্যার কাব্য শাস্ত্র কি পর্য্যন্ত উত্তম তাহা যে কোন মহাশয়রা ঐ বিদ্যা উত্তম রূপে অবগত আছেন তাহারা ঐ বিষয়ের গুণাগুণ সকল উত্তম রূপে বলিতে পারেন আর আমি ঐ কাব্য শাস্ত্রের কথা কি কহিব যেমন ইংলণ্ডীয় মহাশয়দের পিকচর অর্থাৎ ছবি সেই রূপ আমাদিগের সংস্কৃত বিদ্যার কাব্য শাস্ত্র ও অন্য২ সেই রূপ তাহা আমি ভরসা করিয়া বলিতেছি যে অন্য বিদ্যাপেক্ষা সংস্কৃত বিদ্যার তুলনা কাহারো সঙ্গে করা যায় না কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে তখন রাজা মহাশয়রা চৌবাটি অর্থাৎ পাঠশালা করিয়া দিতেন ও ভূমি দান করিতেন আর বিশেষ রূপে অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন এইক্ষণে সে রাজা নাই এবং সেই রূপ সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করিতে কাহার ইচ্ছা হয়

না ও সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করিলে অর্থোপার্জ্জন হয় না ও সংস্কৃত বিদ্যার যে সকল কর্ম্ম ছিল তাহা ইংরাজ রাজা মহাশয়রা এবালিশ অর্থাৎ কর্ম্ম উঠাইয়া দিয়াছেন এজন্য সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষাতে কাহারো মন যায় না ও তন্নিমিত্তে দেশীয় ভাষাতে অনভিজ্ঞ হয় কিন্তু এই ক্ষণে ধনি মহাশয়রা ঐ পণ্ডিত মহাশয়দিগকে লইয়া সংস্কৃত বিদ্যার আমোদ করেন না যে কোন ধনি মহাশয় ঐ পণ্ডিত মহাশয়দিগকে দৃষ্ট করিলে কহিয়া থাকেন যে "না কিস্তুতা আসিতেছেন„ এজন্য ঐ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দের অনাদর হওয়াতে কোন ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন না এজন্য দেশীয় ভাষাতে অনভিজ্ঞ হইয়া সকলের নিকট ঘৃণান্বিত হইয়া ইংলণ্ডীয় বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিদ্যা উত্তম রূপে সুশিক্ষিত হইয়া ইংলণ্ডীয় শাস্ত্রেতে পণ্ডিত হইয়া উত্তম কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া এই অবনিতে সকলের নিকট মান্য হইয়া নানা বিধ কীর্ত্তি ও দেশের উপকার করিবার নিমিত্তে বিশেষ যত্নবান হএন। নতুবা আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়রা চির কাল ভাল ও কাচ কলা ভাতে দিয়া উদর ভরণ পোষণ করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র পঞ্চাশ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হএন ঐ সংস্কৃত বিদ্যা কি পর্য্যন্ত কঠিন তাহা মহাশয়রা বিবেচনা করিয়া দৃষ্টি করিয়া দেখিলে তাহা বিশেষ রূপে সংস্কৃত বিদ্যার গুণ জ্ঞাত হইয়া থাকিতে পারিবেন যে সংস্কৃত বিদ্যা সামান্য নয় যে অনায়াসে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিলে কিছু দিনের পর পণ্ডিত হএন সে নয় এ বিদ্যা অধিক পরিশ্রম করিয়া নানা স্থানে বিদ্যাধ্যয়ন করিলে বহু কালের পরে ঐ সংস্কৃত বিদ্যা কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইতে পারেন নতুবা ঐ শাস্ত্রে চিরকাল অধ্যয়ন

করিয়া জীবন সংশয় হইয়া যায় এইক্ষণে সকল ব্যক্তি কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইয়া অর্থোপার্জ্জন হয় এমন বিদ্যা শিক্ষা করিতে বাসনা করিয়া থাকেন এজন্য যে বিদ্যাতে অর্থোপার্জ্জন অনায়াসে হয় সেই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্তে সকলে ব্যগ্র হইয়া ও ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আপন স্বজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে সকলে চেষ্টিত হএন এবং বিদ্যা শিক্ষা করিলে অবশ্য বিদ্বান হয় ঐ বিদ্যা সকল জাতীয় শিক্ষাতে আর কর্ম্ম হইবার উপায় নাই যে ব্যক্তির সহায় আছে সেই ব্যক্তির কর্ম্ম হইতে পারে নতুবা অন্য ব্যক্তির কর্ম্ম হইতে পারে না এই ক্ষণে সহায়ে। বলবত্তরঃ যদ্যপি সহায় না থাকে তবে বড় ২ বিদ্বান মহাশয়েরা ভ্যা বা গঙ্গারাম হইয়া থাকেন তাঁহাদের বুদ্ধি লোপাপত্তি হয় এজন্য আমি কহিতেছি যে কোন ব্যক্তির যাহা কর্ম্ম তাহা করিলে ভাল হয় নতুবা এই সকল হওয়াতে সকল কর্ম্ম খারাপি হইয়া থাকে ও লোক সকল অত্যন্ত অসুখী হইয়া কাল যাপন করিতেছেন এজন্য যে ব্যক্তির যে কর্ম্ম তাহা করিলে স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে ও সকল ব্যক্তির উত্তম কর্ম্ম হইতে পারে তাহা হইলে আপন ২ বিদ্যা শিক্ষা করিলে দেশের লোক সকল ক্লেশহইতে দূরীকৃত হইয়া ইহলোকে সুখী হইয়া পরমাহ্লাদে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া আপন ২ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদিগের দেশীয় মহাশয়দের যথেষ্ট আশু উপকার হইতে পারে আর পরস্পর মহাশয়রা অনায়াসে আপন ২ কর্ম্ম করিয়া কালযাপন করিতে পারা যায় নতুবা সকললোকে ক্লেশ পায় আর সকলে মিথ্যাকথা ও প্রবঞ্চনা ও চাতুরি ও নানা প্রকার বঞ্চনা করি-

ভে সকল ব্যক্তিকে বাসনা করিয়া থাকেন এবং বিদ্যা শিক্ষা করিলে এই সকল বিষয়ে কখন তাহাদের মতি হয় না এবং ইংরাজ মহাশয়েরা যেমন ব্যভিচার মিথ্যা ও গ্লানি ও দ্বেষ ও হিংসা ও পরের অনিষ্ট করিতে কখন বাসনা করেন না এজন্য ঐ মহাশয়েরা কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়া এদেশের রাজত্ব করিতেছেন এবং আমাদিগের বাঙ্গালি মহাশয়দের কি পর্য্যন্ত উত্তম কর্ম্ম সকল অনায়াসে প্রদান করিতেছেন তাহাতে বাঙ্গালি মহাশয়েরা ঐ সকল বিষয় দৃষ্টি না করিয়া মন্দ কর্ম্ম অনায়াসে প্রবৃত্ত হইয়া চিরকাল ক্লেশে কালযাপন করেন এই সকল বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা কুকর্ম্ম ও চাতুরি করিয়া এই সকল বিষয় করিয়া আপনার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হএন কিন্তু বাঙ্গালি মহাশয়দের এই সকল কুকর্ম্ম দৃষ্টি করিয়া ও ইংরাজ মহাশয়রা নানা প্রকার উপকার করিতে বাসনা করিয়া থাকেন। তাহাতে বাঙ্গালি মহাশয়রা কখন আপনারি মনেতে এমন বোধ করে না যে আমাদের জন্য ইংরাজ মহাশয়রা কি করিতেছেন এই সকল বাঙ্গালি মহাশয়দের কুব্যবহার দৃষ্টি করিয়া ও বাঙ্গালি মহাশয়দের উপকার করিতেছেন তাহাতে বাঙ্গালি মহাশয়রা ঐ কুব্যবহার ত্যাগ করিয়া আপন২ বিদ্যা শিক্ষা করিলে অনায়াসে উত্তম কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন আর সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক মান্য হইয়া পূজনীয় হইতে পারেন।

ইংলণ্ডীয় রাজা মহাশয়রা বাঙ্গালি মহাশয়দের ও নানা জাতীয় ব্যক্তি সকলের নিমিত্তে স্থানে২ চিকিৎসালয় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে দেশীয় লোক সকলের চিরকালের উপকার করিয়াছেন তাহাতে রোগি ব্যক্তি অনায়াসে

রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং আমি ঐ রাজা মহাশয়-দের গুণাগুণ কি কহিব তাহা সকলে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট করিতেছেন। কিন্তু ঐ রাজা মহাশয়রা স্থানে২ জলাশয় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে পথিক লোক অনায়াসে ঐ জলপান করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিতেছেন এবং কস্মিনকালে কোন বাঙ্গালি মহাশয়দিগের যে কর্ম্ম প্রদান করিতেন না তাহা এইক্ষণে অনায়াসে ঐ কর্ম্ম প্রদান করিতেছেন এবং সিবিলিয়ান মহাশয়-রা ঐ কর্ম্ম সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন ও তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া এদেশীয় বাঙ্গালি মহাশয়দিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রদান করিতেছেন তাহাতে দেশীয় মহাশয়রা কি পর্য্যন্ত উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া সকল স্থানে মান্য ও ধনাঢ্য হইয়া দে-শীয় লোক সকলের উপকার করিলে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রশং-সিত হইয়া থাকেন কিন্তু ঐ রাজা মহাশয়রা আমাদিগের নিমিত্তে যে এক ডাক অর্থাৎ লোক সকলের সংবাদ প্রাপ্ত হইবার যে উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহাতে যে সকল ব্যক্তি ৬ ছয়মাসের পথে আছেন তাহাদিগের সমাচার ১/১৫ একমাস পোণের দিবসের মধ্যে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারে ও ইহাতে প্রজা সকলের কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে এবং ঐ রাজা মহাশয়দের গুণাগুণ বাঙ্গালি মহাশয়রা কখন এক বার আপন মনেতে কিম্বা ভ্রমে তাহাদিগের গুণাগুণ লিখিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন না এবং ঐ রাজা মহাশয়দের কি পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও গুণাগুণ তাহা ব্যক্তি সকলে বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগের গুণ বর্ণন করিলে তাঁর জয় আর ঐ রাজা মহাশয় আমাদিগের দেশো প্রজার নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া উপকার করিয়া দেশো

গুণ তাহা আমি একমুখে কহিতে ঐ রাজা মহাশয়দের গুণ কহিতে পারিনা। অপর ঐ ইংলণ্ডীয় রাজা মহাশয় আমাদের জন্য যে পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহাতে ঐ পথদিয়া পথিক লোক সকল যে খানে গমণ করিতে ইচ্ছা করেন সেখানে অনায়াসে চক্ষুঃ মেলন না করিয়া ঐ পথদিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারেন। এবং তাহাতে প্রজা সকল কি পর্য্যন্ত সুখি হইয়া আনন্দে গমণ করিতেছেন আর স্থানেং যে সকল পোল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহাতে সকল ব্যক্তি পার।পার হইবার যে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতও সেই ক্লেশহইতে নিস্তার পাইয়াছেন তাহাতে যে ব্যক্তি গরিব সে ব্যক্তি আনন্দে পারাপার হইয়া ও পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে নিত্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অনায়াসে সুখে পারাপার হইয়া যে খানে ইচ্ছা হয় সে খানে অনায়াসে গমণ করিতে পারেন এবং ইহাতে দেশের অত্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা মহাশয়রা বিবেচনা করুন কিন্তু এই রূপ অন্য ২ রাজা মহাশয়েরা এই সকল বিষয়ে কখন তাহাদিগের মতিএকবার কটাক্ষ করিয়া লক্ষ্য করিলে প্রজা সকল সুখে কাল যাপন করিয়া আপন ২ স্ব স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্তে চেষ্টিত হইয়া স্বকীয় বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্তে সকল ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদান করিয়া প্রজা সকলের নিকট প্রসংশিত হইয়া তাহাদের গুণাগুণ সকল পুস্তকে ও সম্বাদ পত্রে লিখিয়া সকল ব্যক্তিকে সুখি করিতেন। এবং এদেশীয় রাজা মহাশয়দিগের ব্যবহার কহিতে হইলে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা আমরা ব্যক্ত করিতে কখন আমাদিগের বাসনা হয় না। সেই রাজা মহাশয় প্রজাদিগের কি পর্য্যন্ত যে পীড়া প্রদান করিতেন তাহা সকল

প্রজা মহাশয়রা পুস্তক সকল পাঠ করিয়া দৃষ্ট করিয়াছেন। এবং তাহাদিগের গুণাগুণ ও ব্যবহার ও রিতী এই সকল বিষয় পুস্তকে বিস্তার আছে ও সকল মহাশয়েরা বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছেন তাহা আমি কি কহিব এবং ঐ মহাশয়রা আমাদিগের প্রত্তি কখন কোন উপকার করিতে বাসনা করিতেন না এবং এই ক্ষণে ইংলণ্ডীয় রাজা রাজাধিকারি হইয়া সকল বিষয়ে ও প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সুখে প্রতি পালন করিতেছেন তাহাতে প্রজা সকল সচ্ছন্দে ও আনন্দে ও উত্তম রূপে কালযাপন করিয়া আপন২ প্রাণ রক্ষা করিয়া সংসার প্রতিপালন করিয়া অনায়াসে সকল স্থানে মান্য হইয়া নানা বিধ কির্ত্তী করিয়াছেন এবং দেশীয় মহাশয়রা এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি করিলে অনায়াসে আমাদিগের দেশের মঙ্গল করিতে পারেন।

হে বঙ্গদেশীয় সাধু মহাশয়রা আমাদের প্রত্তি যে মিসনরি মহাশয়রা বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্তে নানা প্রকার যত্ন করিয়া দেশের অনাথা ও গরিব বালক সকলের জন্য দেশীয় ভাষা ও পরকীয় বিদ্যা এই উভয় বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করাইবার নিমিত্তে তাহারা দেশের উপকার করিয়া ও আপনারা সারিরীক ক্লেশে ও অর্থ ব্যয় করিয়া ব্যক্তি সকলকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তে যত্ন করিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে অনায়াসে শিক্ষা প্রদান করিয়া ও তাহাদিগের প্রতিপালন করিয়া ও ঐ সকল ব্যক্তিকে উত্তম২ কর্ম্ম অনায়াসে দিতেছেন এবং ঐ মহাশয়েরা আমাদিগের প্রত্তি ও দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিত হইয়া দেশের দেশীয় মহাশয়দিগের পিতা মাতা যাহা না করিতে পারেন তাহারা পিতা ও মাতার সরূপ হইয়া এই সকল বিষয় অনায়াসে করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ মহাশয়দের গুণের কথা কি কহিব এবং আ-

মাদিগের বঙ্গ দেশীয় মহাশয়েরা ঐ সকল বিষয়েতে উপস্থ হন না এবং যে সকল বঙ্গদেশীয় মহাশয়েরা উত্তম কর্ম্ম করিতেছেন তাহাদিগের নিকট যদি কেহ গরিব বালক বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তে কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন সে সকল বিষয়েতে কখন তাহারা ঐ গরিব ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন না এবং আমাদিগের বঙ্গদেশীয় মহাশয় কোন ব্যক্তির উপকার করিতে হইলে তাহাদের বিপদ উপস্থিত হয় এই বাঙ্গালি মহাশয়দিগের গুণের কথা কহিতে হইলে আমাদিগের জাতীয় লোক সকলের নিন্দা করা হয় কি আমাদিগের বাঙ্গালি মহাশয় যদি কোন স্থানে উত্তম ক[illegible] করিতেছেন ও সেখানে যদি কেহ আমাদিগের বাঙ্গালি মহাশয়েরা কোন কর্ম্মের নিমিত্তে যায় সেই কর্ম্ম ১০ দশ মিনিটে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে ও স্ব জাতীয় মহাশয় সেই [illegible] ঘণ্টাতে নির্ব্বাহ করিয়া দেন না কি আমাদিগের স্ব জাতীয় মহাশয়দের গুণাগুণ তাহা পরস্পর মহাশয়রা বিবেচনা করিলে আপনং মনেতে জ্ঞাত হইতে পারেন হেবঙ্গদেশীয় মহাশয়েরা আপনারা বিশেষ রূপে বিদ্যা শিক্ষা করিতে মানস করিলে আমাদিগের স্বকীয় ভাষা ভ্যাস শিক্ষা করা অবশ্যং কর্ত্তব্য হয় ইহা হইলে স স ভাষা বৃদ্ধি হইয়া দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

সমাপ্ত।